

শাকীব ও শান্তার গল্প

SAMPURAN BARUA



সবুজ পাতার ফাঁক দিয়ে সোনালী রোদ এসে পড়েছিল ঢাকা শহরের একটি শান্ত পার্কের বেঞ্চে। শান্তা তার প্রিয় বইয়ের পাতা উল্টাচ্ছিল, আর তার পাশেই মৃদু হেসে বসেছিল শাকীব। মৃদু বাতাসে শান্তার চুলগুলো উড়ছিল, যা শাকীবের মনে এক অনির্বচনীয় আনন্দের সৃষ্টি করেছিল।



বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরনো বারান্দায় দাঁড়িয়ে বৃষ্টি দেখার আনন্দই ছিল আলাদা। ঝমঝম বৃষ্টির শব্দের মাঝে শাকীব শান্তার দিকে এক কাপ গরম চা বাড়িয়ে দিল। চায়ে চুমুক দিয়ে শান্তার মুখে ফুটে ওঠা মিষ্টি হাসিটি শাকীবের মন কেড়ে নিয়েছিল চিরতরে।



সন্ধ্যার গোধূলি লগ্নে শহরের একটি প্রাচীন অলিগলি ধরে হাঁটছিল তারা দুজন। ল্যাম্পপোস্টের হলুদ আলোয় শান্তার মুখখানা আরও মায়াবী লাগছিল। দুজনে পাশাপাশি হাঁটছিল, অথচ তাদের অব্যক্ত কথাগুলো বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছিল।



একটি ছোট্ট জন্মদিনের আয়োজনে শান্তা নিজের হাতে কেক কেটে শাকীবের মুখে তুলে দিয়েছিল। চারপাশের সবার আনন্দের মাঝেও তাদের দুজনের চোখ যেন একে অপরের সাথে নিঃশব্দে অনেক কথা বলছিল। সেই মুহূর্তের উষ্ণতা তাদের হৃদয়ে গভীর ছাপ ফেলে গিয়েছিল।



কোনো এক ছুটির দিনে তারা শহরের ধুলোবালি দূরে ফেলে চলে গিয়েছিল এক নিরিবিলি নদীর ধারে। নৌকায় বসে শান্তা যখন নদীর জলে হাত ছুঁয়ে দিচ্ছিল, শাকীব তখন এক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করছিল।



হঠাৎ করেই এক বিকেলে কালবৈশাখী ঝড় নেমে এল এবং চারপাশ অন্ধকার হয়ে গেল। বৃষ্টির ছাঁট থেকে বাঁচাতে শাকীব নিজের ছাতাটি শান্তার মাথার ওপর বাড়িয়ে দিল, আর তারা দুজনে এক ছাতার নিচে কাছাকাছি এসে দাঁড়াল।



শহরের এক আর্ট গ্যালারিতে প্রদর্শনী দেখতে গিয়েছিল তারা। একটি বিশেষ চিত্রকর্মের সামনে দাঁড়িয়ে শান্তা যখন শিল্পীর ভাবনার প্রশংসা করছিল, শাকীব তখন শান্তার চোখের গভীরে লুকিয়ে থাকা মুগ্ধতা দেখছিল।



ক্লান্ত এক কর্মদিবসের পর কফি শপের কোণায় বসে তারা একে অপরের হাত ধরেছিল। কোনো বড় কথা ছাড়াই কেবল কাপ থেকে ওঠা গরম কফির ধোঁয়া আর মৃদু সঙ্গীতের মাঝে কেটে যাচ্ছিল সুন্দর সময়।



রাতের আলোয় মোড়ানো শহরের একটি ছাদ থেকে তারা একসাথে তারার মেলা দেখছিল। শান্তা একটি তারা দেখিয়ে কোনো এক অবাস্তব স্বপ্নের কথা বলছিল, আর শাকীব মৃদু হেসে তার সেই স্বপ্ন পূরণের নীরব প্রতিশ্রুতি দিচ্ছিল।



বসন্তের এক সকালে নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে শাকীব শান্তার হাতে একটি ছোট্ট রূপালী আংটি পরিয়ে দিল। শান্তার চোখদুটো আনন্দের জল ও লাজুক হাসিতে ভরে উঠল, আর তাদের এই সুন্দর প্রেমের গল্প এক নতুন সূচনার পথে পা রাখল।